আল্লা'র আইন ??

ভুমিকা

"শারিয়া নিষ্ঠুর হতে বাধ্য কারণ প্রধানতঃ হাদিসের মত একটা অসত্য-ভেজাল (corrupt) জিনিস দিয়ে সেটা বানানো হয়েছে" - ডঃ তাজ হাশমী।

"আল্লা'র আইন ১, ২ আর ৩" রাখা আছে JamatePislami.com সাইটে, বাকীগুলো পরে দেয়া হবে- এখন এ ভুমিকা লেখা হচ্ছে। রামের জন্মের আগে যদি রামায়ন লেখা হতে পারে তবে এতে দোষ নেই।

বিশ্ব-মানবতার হাইওয়েতে যেখানে পাঁই পাঁই করে উল্কার মতন ছুটছে বিশ্ব-ধর্মের বিভিন্ন শান্তিপ্রিয় গাড়ীগুলো, সেখানে সেগুলো ভালো চালানোই যথেষ্ট নয়। কারণ এ হাইওয়েতে উন্মত্ত এক ধর্ম-মাতাল ড্রাইভারও ছুটছে তার ছত্রিশ চাকার বিশাল দানব নিয়ে, যে কোন মুহুর্তে সে আমার আপনার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অন্যের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অবদমিত করাই তার ধর্ম, এটাই সে পেয়েছে তার ধর্মগ্রন্থ আর তার নবীর কাছ থেকে। আগুন, কাপড়, ভাষা, কাগজ, এরোপ্লেন, জাহাজ, বাড়ী, রাস্তা বাস ট্রাক সমাজ রাষ্ট্র যা কিছু মানুষের দরকার অলৌকিক প্রাণী মানুষ বানিয়েছে মাথা খাটিয়ে। ম্যালেরিয়াতে ডায়াবেটিসে কোটি কোটি লোক মারা গেছে যতদিন না মানুষ কুইনিন আর ইনসুলিন আবষ্কার করেছে। বহু জিনিস মানুষের অত্যন্ত দরকার, কিন্তু আল্লা তার কিছুই রেডিমেড দেননি আকাশ থেকে নামিয়ে। শুধু দু'টো অপুর্ব জিনিস দিয়েছেন, মগজ আর বিবেক। তারপর বলেছেন, আমার নবীর মাধ্যমে বাণী পাঠালাম, অতঃপর সে তোমাদের শাসক নয়। এখন তোমরা যাও চরে খাও, অতঃপর বেলাশেষে আমি পাকড়াওকারী কাহ্হার হয়ে ধরব, পাই পাই হিসেব নেব।

পাহাড়ের গুহা থেকে উঠে এসে মানুষ বানাতে পারবে কম্পিউটার আর এরোপ্লেন। এবং সাবমেরিন, চমৎকার চাইনীজ খাবার এবং পিজা। এবং চাষ-বাসে দ্বিগুন-তিনগুন শষ্য উৎপাদনের কারিগরী বের করবে মানুষ, বের করবে মনস্তত্ব আর শরীরতত্বের গোপনতম হদিস। দেশে দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভুত উন্নতি করবে, হাসপাতালের জীবন-বাঁচানো শত শত অতিজটিল মেশিনগুলোও বানাতে পারবে সে। কিন্তু আইন? না, নিজেরই বানানো রাষ্ট্রের জন্য মানুষ আইন বানাতে পারবে না। তাই আল্লাহ নাকি মানুষকে নাকি তাঁর বানানো রেডিমেড আইন দিয়ে রেখেছেন কোরাণ-হাদিসে, সমাজ-দেশ চালানোর জন্য। সমাজ বদলাবে, কৃষ্টি-সংস্কৃতি আর অপরাধের ধরন বদলাবে কিন্তু আইন থাকবে অনড়। এবং আইনটা বেহেশ্ত থেকে এলেও ফেরেশতারা আকাশ থেকে নেমে এসে ওটা প্রয়োগ করবেন না, প্রয়োগ করবেন গো-আজম, মত্যানিজামীর মত খুনীর দল আর মৌদুদি অ্যান্ড কোং।

তা-ও যদি আইনগুলো ন্যায়নিষ্ঠ হত! তীব্র নারী-বিরোধী আর অমুসলিম-বিরোধী না হত! তখনকার অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ হাত বাড়িয়ে কর্ডোভা-বাগদাদ-দামেস্ক-খুম্ থেকে মুসলিম সভ্যতার অবদান শ্রদ্ধার সাথে গ্রহন করেছে । আইনগুলো নেয় নি কারণ ওগুলো হল নিষ্ঠুর অমানবিকতা। কতখানি মীরজাফর সেই মুসলিম নেতারা, যারা এক নিষ্ঠুর অমানবিকতাকে একেবারে আল্লার আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন!

চারজন ইমাম আমাদের ইসলামি আইনের চার মযহাবের ভিত্তি দিয়ে গেছেন।

ইমাম শাফি'র (ফিলিস্তিনে জন্ম-৭৬৭-৮২০ সাল) অনুসারী মিসরের একাংশ, দক্ষিন আরব, সিরিয়া ও পুর্ব আফ্রিকার লোকেরা ।
ইমাম মালিকের (মদিনায় জন্ম-৭১২ - ৭৯৫ সাল) অনুসারীরা হল মরক্কো-তিউনিসিয়া -মিসরের কিছুটা আর পশ্চিম আফ্রিকায়।
ইমাম হাম্বলের (সিরিয়ায় জন্ম-৭৭৮ - ৮৫৫ সাল) প্রভাব সৌদির নজদ্ এলাকায় ।
ইমাম হানিফার (ইরাকে জন্ম -৬৯৯ - ৭৬৭ সাল) প্রভাব বাদবাকী সারা মুসলিম-বিশ্বে ।

সে হিসেবেই আমরা হানাফি মুসলমান। যেহেতু বেশীর ভাগ শারিয়া-আইন হাদিস নির্ভর, তাই এবারে

আমাদের হাদিসের ইমামদের দিকে তাকানো যাক। এঁদের সাথে যদিও আইনবিদ নন, তবু ইমাম তাইমিয়া-কে (সিরিয়া ১২৬৩ - ১৩২৮) মনে রাখা দরকার, কারণ জামাত তাঁকে নিয়ে কিছুটা টানা হ্যাঁচড়া করে থাকে।

ইমাম বোখারি, মৃত ৮৭০ সাল।
ইমাম মালিক, মৃত ৭৯৫ সাল।
ইমাম মুসলিম, মৃত ৮৭৪ সাল।
ইমাম ইবনে মাজাহ্‌, মৃত ৮৮৬ সাল।
ইমাম আবু দাউদ, মৃত ৮৮৮ সাল।
ইমাম তিরমিজি, মৃত ৮৯২ সাল।
ইমাম নাসা'য়ী, মৃত ৯১৫ সাল।

দেখা যাচ্ছে তিনটে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ঘটছিল মোটামুটি ৭০০ থেকে ৯০০ সালের ভেতর। শারিয়া আর হাদিস গড়ে উঠছিল সেই সময়, আর যুদ্ধ তো চলছিলই। যুদ্ধ যেহেতু বিস্ফোরক এবং সর্বগ্রাসী, তাই হাদিস ও শারিয়ার ওপরে যুদ্ধের প্রভার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এর আগে আনুষ্ঠানিক শারিয়া বলতে কিছু বিধিবদ্ধ ছিলনা, তখন আইনগুলোকে বিধিবদ্ধ করার কিছু স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দেখা যায় যেগুলো টেকে নি। ওগুলো হল ইরাকের হিজাজ স্কুল, আউজাই স্কুল, সুফিয়ান থাউরি স্কুল, জাহিরি স্কুল, এমনকি ইমাম তাবারির নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা দিয়ে তৈরী তাবারি স্কুল ইত্যাদি। এখন দেখা যাক ইসলামি জগতে ওই সময়টায় কি হচ্ছিল, মুসলিম-মানসে কিসের শক্তিশালী প্রভাব ছিল, কি আবহাওয়ায় কিসের মধ্যে হাদিস ও শারিয়া বেড়ে উঠছিল, তার একটা লিষ্টি দেয়া হল নীচে।

৬৮০ সালঃ- ইসলামি জগতে তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্ব, কারবালায় এজিদের সৈন্য দ্বারা হজরত ইমাম হোসেন ও তাঁর নিকটাত্মীয়রা নিহত। মক্কা-মদিনায় আশারা মোবাশ্‌শারা সাহাবী জুবায়ের ও বিবি আয়েশার বোন আসমার ছেলে আবদুল্লা বিন জুবায়েরের খেলাফত দাবী।
৬৮৩ সালঃ- এজিদের মৃত্যু। হজরত ওসমানের খুন হবার মূল কারণ ষড়যন্ত্রকারী মারোয়ানের খলিফা হয়ে ক্ষমতায় বসা। প্রমাণিত খুনীদের নেতা হয়ে বসার ঐতিহ্য এখনো সমানে চলেছে, বিশ্ব-মুসলিম কখনোই তার বিরোধীতা করেনি। লন্ডনের মসজিদ থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের ইস্‌না (Islamic Circle of North America) হয়ে বাংলাদেশের পার্লামেন্ট তার প্রমাণ।
৬৮৪:- মধ্য আরবে, ইরাকে ও ইরাণে খলিফার বিরুদ্ধে খারেজীদের বিদ্রোহ। কুফায় শিয়াদের বিদ্রোহ।
৬৯১ সালঃ- তৎকালীন খলিফা আবদুল মালিকের নৃশংস সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে বিদ্রোহীদের তুমুল যুদ্ধ ও পরাজয়।
৬৯২ সালঃ- হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মক্কা আক্রমন। কামানের আঘাতে কাবা'র দেয়াল ভাঙ্গা ও চাদরে আগুন ধরা। কাবা'র ভেতরে আবদুল্লা বিন জুবায়েরের হত্যা। (মক্কা বিজয়ের দিনে আরো তিনজন আর কাবা'র ভেতরে কাবা'র চাদর জড়িয়ে থাকা ইবনে খাত্তাল নিহত হয় নবীজীর আদেশে। কা'বার ইতিহাসে আবদুল্লা বিন জুবায়ের আর ইবনে খাত্তাল, এই দু'জন খুন হয়েছে কাবা'র ভেতরে, আর হজরত আলী জন্ম নিয়েছেন কাবা'র ভেতরে)।
৭০৫ - ৭১৮ সালঃ- পুরো সময় ধরে খলিফা আল্‌ ওলিদের উত্তর আফ্রিকার বিশাল এলাকায় ও স্পেনে মরণপণ যুদ্ধ। দক্ষিন-স্পেনে প্রথমে আংশিক ও পরে ধীরে ধীরে উত্তর-স্পেনের অংশবিশেষ যুদ্ধ ও দখল।
৭২০ - ৭২৪ সালঃ- তৎকালীন খলিফা এজিদ-২ এর বিরুদ্ধে শিয়া ও খারেজীদের সর্বাত্মক বিক্ষোভ।
৭২৪ - ৭৪৩ সালঃ- খলিফা হিশাম-১ এর ডিক্টেটরী স্বৈরাচারে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ।
৭৩২ সালঃ- স্পেনের পায়োটিয়ার্স যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যের পরাজয়। পরের শতাব্দীগুলো স্পেনে মুসলিম-খ্রীষ্টানদের ক্রমাগত যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, বিশাল এলাকাগুলো দখল ও বেদখলের ইতিহাস। পুরো স্পেন কখনোই সাতশ' বছর ধরে মুসলমানদের দখলে ছিলনা, ওটা মিথ্যে কথা। ১০৮৫, ১১৪৪ আর ১২১৮ সালে বড় ধরণের তিনটে পরাজয়ে মুসলমানরা সর্বদক্ষিনে গ্রানাডায় কোনঠাসা হয়ে পড়ে, ওখানে মুসলমান রাজত্ব চলে আরো কিছুদিন। এই জয়-পরাজয়ের সময়টায় ধনী কাপড়-ব্যবসায়ী ইমাম তাইমিয়া আবির্ভুত হন এবং মুসলিম-রাষ্ট্রের ওপর জোর দেন।
৭৪৩ - ৭৪৪ সালঃ- আব্বাসিয়দের পরিচালনায় ইরাণের শিয়াদের সাথে সিরিয়ার মুসলিম খলিফার তুমুল যুদ্ধ।
৭৪৪ - ৭৪৯ সালঃ- পরিণামে ইরাণের আব্বাসিয়দের সম্পুর্ণ জয়লাভ ও সিরিয়াতে উমাইয়া খেলাফতের অবসান।
৭৫০ - ৭৫৪ সালঃ- প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আল্‌ সাফ্‌ফাহ দ্বারা উমাইয়াদের সবংশে গণহত্যা -সিরিয়ায় উমাইয়া

নির্বংশ।
৭৫৫ - ৭৭৫ সালঃ- খলিফা আল্ মনসুর দ্বারা সম্মানিত শিয়া মওলানাদের খুন। শিয়াদের মধ্যে ধুমায়িত অসন্তোষ।
৭৫৬ সালঃ- খলিফার বিরুদ্ধে স্পেনের উমাইয়াদের সফল বিদ্রোহ, সেখানে স্বাধীন নতুন খেলাফতের শুরু।
৭৫৭ - ৮০৮ সালঃ- বাগদাদ, দামেস্ক, খুম প্রভৃতি কেন্দ্রে মুসলিম সভ্যতার উন্মেষ ও গৌরবময় অগ্রগতি।
৮০৯ - ৮১৩ সালঃ- খলিফা হারুনর রশিদ তাঁর ছেলে আল্ মামুনকে খলিফা ঘোষনা করলে আল্ মামুনের ক্ষমতার লড়াইয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধ। আওরঙ্গজেব যেমন প্রাণভয়ে পালাতে থাকা আপন ভাই শাহ সুজাকে বার্মা পর্য্যন্ত ধাওয়া করে খুন করেছিলেন, তেমনি আপন আল্ মামুন তাঁর আপন ভাই আল্ আমিনকে খুন করে সম্রাট (খলিফা) হন।
৮১৪ - ৮১৫ সালঃ- বসরায় শিয়া-বিদ্রোহ। খোরাসানে খারেজী বিদ্রোহ।

আর লম্বা করব না। সহি বোখারি দেখুন, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩৬, হাদিস নম্বর ৩৫৮। উদ্ধৃতিঃ- "সাইদ বিন আল মুসায়াব বলেন,- "ওসমান খুন হইবার পর যখন প্রথম গৃহযুদ্ধ শুরু হইলে বদর যুদ্ধের সব সাহাবীকে খুন করা হয়। দ্বিতিয় গৃহযুদ্ধে খুন হন হুদায়বিয়া সন্ধিতে উপস্থিত প্রত্যেকটি সাহাবী। তৃতিয় গৃহযুদ্ধ ততক্ষন পর্য্যন্ত থামিল না যতক্ষন পর্য্যন্ত মুসলমানের সব শক্তি নিঃশেষ না হইল"। (এই "শক্তি" হল আধ্যাত্মিক শক্তি। অর্থাৎ নবীজীর বলে যাওয়া সেই ভবিষ্যদ্বানী, "আমার উম্মতের আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর", তার পরে সব শেষ। এর অনেকটাই হল মুসলমানের হাতে মুসলমানের খুন। খলিফা এজিদের সৈন্যরা সার্বিক গণহত্যা করেছিল মক্কা-মদিনায়- কিছু চিত্র ধরা আছে মওলানা আবুল কালাম আজাদের "মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা" বইতে। সামরিক শক্তিটা আরও কয়েক শতাব্দী ছিল, কিন্তু কোন সামরিক শক্তিই চিরকাল থাকে না। ওটা নিঃশেষ হবার পরে এখন জামাতিদের একমাত্র শক্তি হচ্ছে গলাবাজীর, হুংকারের আর খঞ্জরের শক্তি ।

পুরো সময়টা ধরে শুধু বিভিন্ন দেশে মুসলিম সৈন্যদের বহির্যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ আর অন্তর্যুদ্ধ, সিংহাসনের লড়াই, খুন খারাপি, একের পর এক ইমামদের ওপর অত্যাচার, নিগ্রহ আর খুন, বিশেষ করে শিয়া ইমামদের খুন, ইরাণে সামানিদ বংশের রাজত্ব, স্পেনে আন্দালুসদের, সুন্নী খলিফার বিরুদ্ধে ইয়েমেনে সুলায়হি আর তিউনিসিয়াতে শিয়াদের ফাতিমিদ খেলাফতের রাজত্ব পরে যা মিসরে চলে আসে, যার হাতে আজকের আল্-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই সংঘর্ষের সংস্কৃতি চলেছে শতাব্দী ধরে, সময়টা লম্বা হবার জন্য ঘৃণা, সংঘর্ষ আর প্রতিযোগিতা দীর্ঘদিন ধরে গেঁথে গেছে মুসলমানের মন-মানসে ও সংস্কৃতিতে। আর ওইসব ঘৃণা-সংঘর্ষকে "ইসলামী-সমর্থন" দেয়া হয়েছে নবীজীকে চেংগিজ খান আর হালাকু খানের মত নৃশংস দেখিয়ে। মৌলানাদের ওপর চাপ দিয়ে হোক বা মওলানাদের লোভ দেখিয়ে হোক, তাঁদের সমর্থন আদায় করে সম্রাটরা নিজেদের সমস্ত অকাম-কুকামগুলো "ইসলামি" করে নিয়েছেন। সহি হাদিসগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ ধরে রেখেছে। একটা জিনিস চোখে পড়ার মত। সবচেয়ে কঠোর আইনবিদ ইমাম হানবলের প্রভাব দেখি শুধু আরবের ছোট্ট এলাকায়। আর সবচেয়ে উদার আইনবিদ ইমাম হানিফার প্রভাব দুনিয়ার সুবশাল এলাকা জুড়ে। অর্থাৎ আইনের নামে মানুষ পদে পদে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া শৃংখল পছন্দ করে না। কঠোরতার দিক দিয়ে ইমাম শাফি'-কে মাঝখানে ধরা যায়।

বলা হয় যে শারিয়ার খুঁটি হল কোরাণ, হাদিস, ইজমা আর কেয়াস। আসলে ওটাতে রা'ই, ইস্তিহসান, ইস্তিসলাহ, ইহূদী-খ্রীষ্টান আইন, স্থানীয় সংস্কৃতি ইত্যাদিও আছে, মওলানারা প্রায়ই তা বলেন তা বলেন না। কিন্তু কোরাণের উপলব্ধি-ব্যাখ্যা সহ ওই খুঁটিগুলোর প্রত্যেকটাই বেজায় নড়বড়ে, ঘুনে ধরা। এ ছাড়াও ভয়ানক অমানবিক আর নিষ্ঠুর বলে বলে শারিয়ার প্রাসাদ একদিন ধ্বসে পড়তে বাধ্য। যেখানে কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন নেই, যেখানে কেউ কারো কথা শোনে না, যেখানে বিভিন্ন দলের মওলানারা পরস্পরকে কাফের-মুনাফেক বলে ঘোষনা করেন, সেখানে শারিয়া বানানোর সর্বসম্মত ভিত্তি সম্ভবই নয়। যে কোরাণের আয়াতগুলোর বিভিন্ন অর্থ সম্ভব, যে কোরাণের নির্দেশের প্রত্যেকটিতে মুসলমান দার্শনিকদের ভেতরেই মতভেদ আছে নিয়ে তা দিয়ে "সর্বসম্মত" আইন বানানো যায় না। চার বিয়ে, অর্ধেক নারী-সাক্ষ্য, বাতিল নারীসাক্ষ্য, অর্ধেক উত্তরাধিকার, হঠাৎ-তালাক, দাসী-সম্ভোগ, কাফির-হত্যা, অমুসলিমের সাথে বিয়ে-বন্ধুত্ব, প্রত্যেকটি বিষয়ে ইসলামী দার্শনিক ও নেতৃত্বের নিজেদের মধ্যেই সাপে-নেউলে বিরোধ আছে।

আর কেয়াস, অর্থাৎ যুক্তি? কিসের যুক্তি, কার যুক্তি? মাতৃহন্তারও "যুক্তি" থাকে, ভগ্নী-ধর্ষকেরও তো

"যুক্তি" থাকে। আমাদের এক মওলানার যুক্তিই অন্য মওলানার কাছে স্রেফ কুযুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সেজন্যই ইসলামের ইতিহাস মওলানাদের প্রতি মওলানাদের "কাফের-মুনাফেক" ফতোয়া দিয়ে ভর্তি, সেজন্যই অবিভক্ত ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান দু'টো ইসলামি প্রতিষ্ঠানের দেওবন্দী আর বেরিলভীরা একে অন্যকে কাফের বলেছেন। "সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিছে" - জামাতের কথায় রাজী না হলেই আপনি কাফের, মুরতাদ বা মুনাফেক।

হাদিসের কথা না বলাই ভালো। এ নিবন্ধটাও সময় পেলে লেখা দরকার, দেখে নেবেন বানরের অবৈধ সংসর্গের জন্য পাথর মারা হল, হজরত মূসা (আঃ) কাপড় ছাড়া নগ্ন হয়ে লোকভর্তি রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছেন, নবীজী সাহাবিকে বর্শা (spears) দেখিয়ে বলছেন ,- "দেখ, এর ছায়ার নীচেই হল আমার রুটি-রুজি" - ("livelihood" - সহি বুখারি, ৪ খন্ড, পৃঃ ১০৪ চ্যাপটার #৮৮), দোজখের আগুন বছরে দু'বার দোজখের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলে বলে দুনিয়ায় শীত-গ্রীষ্ম হয়, শয়তান নতুন বাচ্চার পেটে খোঁচা দেয় বলেই সে কেঁদে ওঠে, এই এই অসুখে মারা গেলে সে হবে শহীদ, এরকম অসংখ্য। সেখানে পয়গম্বরের যে চেহারা দেখানো আছে তা একেবারে হালাকু খান, হিটলার বা বর্গী-দস্যু। আর মেয়েদের সম্বন্ধে যা আছে সে নোংরা মহাভারত ত বলার মতই নয়। ইসলামী ইতিহাসের শিক্ষক ডঃ হাশমি ঠিকই বলেছেন, "শারিয়া নিষ্ঠুর হতে বাধ্য কারণ প্রধানতঃ হাদিসের মত একটা অসত্য-ভেজাল (corrupt) জিনিস দিয়ে সেটা বানানো হয়েছে"। এইসব অস্বস্তিকর হাদিস টের পেয়েই "আহলে কোরাণ" নামের দলটা হাদিসকে অস্বীকার করেন। আহলে হাদিসের দল আবার তাঁদেরকে কাফের বলেন। ভুল করেন দু'দলই। আমাদের সহি-হাদিস শুধু মুসলমানের নয়, মানবসভ্যতারও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ওগুলোকে পুরোটা উড়িয়ে দেবার চেয়ে চাল থেকে কাঁকরগুলো বেছে নেয়াই উত্তম। সহি-হাদিসে এত বেশী নোংরামী নিষ্ঠুরতা আর অবাস্তবতা কোত্থেকে এল, তার ওপরেও সৎ গবেষণা হওয়া দরকার।

এসবের প্রেক্ষাপটে শারিয়ার নিবন্ধগুলো লেখা হল।

****